গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০০.০১১.১৪.০০০১.২৬.১৭৪

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩
০৯ জুলাই ২০২৬

বিষয়: **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রস্তাবিত প্রকল্পে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: (১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০০.৩০৫.১৪.০২৬৩.২৩.২৫৯, তারিখ: ২৮/০৬/২০২৬।
(২) পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২৩(অংশ-৩)/১৭৯, তারিখ: ৩০/১০/২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় প্রস্তাবিত ০২টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- (ক) "SKILFO: Skill-Focused Literacy Project" শীর্ষক প্রকল্প; এবং (খ) "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা উন্নয় " প্রকল্প। পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক ১২ জুন ২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক তথ্যসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্যূন দুই সপ্তাহ সময় এর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

০২। এমতাবস্থায়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের তথ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক:
SKILFO Project-(revised).pdf,
উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত).pdf

সংযুক্তিসমূহঃ
(১) বর্ণনা মোতাবেক।
(২) SKILFO Project-(revised)
(৩) উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)

০৯-০৭-২০২৬
মোহাম্মদ দিদারুল আলম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : +৮৮-০২২২৩৩৮০৮৫১
ইমেইল : sasdev3@mopme.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি সেল, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০০.০১১.১৪.০০০১.২৬.১৭৪/১ (৫)

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩
০৯ জুলাই ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালকের দপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।
২। পরিচালক, (পরিকল্পনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।
৩। সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর , প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন অনুবিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৫। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন অধিশাখা , প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

০৯-০৭-২০২৬
মোহাম্মদ দিদারুল আলম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

প্রকল্পের নাম

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প
Capacity Development Project of Upazila Offices of the Bureau of Non-Formal Education

প্রাক্কলিত ব্যয়
৪৯৮১.৫৫ লক্ষ টাকা

জুলাই ২০২৬

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১.০	প্রকল্পের শিরোনাম	: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প
২.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
২.৩	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ	: আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নবগঠিত উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও লজিস্টিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে মাঠপর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করা।

প্রকল্পের লক্ষ্য

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য ১টি করে মোটরসাইকেল সরবরাহের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের মনিটরিং, পরিদর্শন ও সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা।

২. প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে ১ সেট কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সরবরাহের মাধ্যমে অফিস ব্যবস্থাপনা ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩. প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে কার্যকর ও কর্মবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

৪. দেশের ৬৪টি জেলার সদর উপজেলা কার্যালয়সমূহের জন্য ১টি করে উচ্চমানসম্পন্ন ল্যাপটপ সরবরাহ করা।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

(ক) শুরুর তারিখ	: ০১-০৭-২০২৬
(খ) সমাপ্তির তারিখ	: ৩০-০৬-২০২৯

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(ক) মোট	: ৪৯৮১.৫৫
(খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন (Debt Cancellation)	: ৪৯৮১.৫৫
(গ) নিজস্ব তহবিল	: ০.০০
(ঘ) অন্যান্য	: ০.০০

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ)

ক্রমিক	এক্সচেঞ্জ কারেন্সি	এক্সচেঞ্জ রেট	এক্সচেঞ্জ ডেট

সহকারী পরিচালক

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন:

৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস :

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ধরণ/ উৎস	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২)+(৩)+(৪)
বিনিয়োগ	৪৯৮১.৫৫	-	-	৪৯৮১.৫৫
ঋণ	-	-	-	-
ইক্যুইটি	-	-	-	-
অনুদান	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট	৪৯৮১.৫৫	-	-	৪৯৮১.৫৫

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২)+(৩)+(৪)
২০২৬-২০২৭	২৩৬৮.৪৫	-	-	২৩৬৮.৪৫
২০২৭-২০২৮	২৩৬১.১৫	-	-	২৩৬১.১৫
২০২৮-২০২৯	২৫১.৯৫	-	-	২৫১.৯৫
মোট	৪৯৮১.৫৫	-	-	৪৯৮১.৫৫

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan): সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য

৭.১ প্রকল্প এলাকা :

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চট্টগ্রাম বিভাগ	বান্দরবান	লামা
			রোয়াংছড়ি
			থানছি
			আলীকদম
			বান্দরবান সদর
			রুমা
			নাইক্ষ্যংছড়ি
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর
			আখাউড়া
			কসবা
			ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
			সরাইল
			নাসিরনগর
			আশুগঞ্জ
			নবীনগর
			বিজয়নগর
		চাঁদপুর	মতলব উত্তর
			ফরিদগঞ্জ
			চাঁদপুর সদর
			হাজীগঞ্জ
			কচুয়া
			শাহরাস্তি
			মতলব দক্ষিণ
			হাইমচর
		চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
			সাতকানিয়া
			বোয়ালখালী
			সীতাকুন্ড
			লোহাগাড়া
			মীরসরাই

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চট্টগ্রাম বিভাগ	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী
			পটিয়া
			রাঙ্গুনিয়া
			আনোয়ারা
			হাটহাজারী
			রাউজান
			চন্দনাইশ
			ফটিকছড়ি
			সন্দ্বীপ
		ফেনী	দাগনভূঞা
			ছাগলনাইয়া
			ফুলগাজী
			সোনাগাজী
			ফেনী সদর
			পরশুরাম
		খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর
			লক্ষ্মীছড়ি
			মানিকছড়ি
			দীঘিনালা
			মহালছড়ি
			মাটিরাঙ্গা
			গুইমারা
			পানছড়ি
			রামগড়
		লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ
			রায়পুর
			লক্ষ্মীপুর সদর
			রামগতি
			কমলনগর
		নোয়াখালী	হাতিয়া

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চট্টগ্রাম বিভাগ	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ
			সুবর্নচর
			কবিরহাট
			কোম্পানিগঞ্জ
			সেনবাগ
			সোনাইমুড়ী
			নোয়াখালী সদর
			চাটখিল
		কুমিল্লা	তিতাস
			মুরাদনগর
			মেঘনা
			বুড়িচং
			মনোহরগঞ্জ
			বরুড়া
			লালমাই
			দাউদকান্দি
			লাকসাম
			আদর্শ সদর
			দেবিদ্বার
			নাঙ্গলকোট
			চৌদ্দগ্রাম
			ব্রাহ্মণপাড়া
			চান্দিনা
			সদর দক্ষিণ
			হোমনা
		রাঙ্গামাটি	লংগদু
			কাউখালী
			বরকল
			নানিয়ারচর
			বিলাইছড়ি

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চট্টগ্রাম বিভাগ	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি
			রাজস্থলী
			জুরাছড়ি
			কাপ্তাই
			রাঙ্গামাটি সদর
		কক্সবাজার	পেকুয়া
			রামু
			টেকনাফ
			উখিয়া
			মহেশখালী
			কক্সবাজার সদর
			কুতুবদিয়া
			চকরিয়া
২	খুলনা বিভাগ	বাগেরহাট	কচুয়া
			মোরেলগঞ্জ
			মোল্লাহাট
			চিতলমারী
			ফকিরহাট
			বাগেরহাট সদর
			শরণখোলা
			রামপাল
			মোংলা
		চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা
			আলমডাঙ্গা
			জীবননগর
			চুয়াডাঙ্গা সদর
		ঝিনাইদহ	মহেশপুর
			কালীগঞ্জ
			ঝিনাইদহ সদর
			হরিণাকুণ্ডু

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২	খুলনা বিভাগ	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর
			শৈলকুপা
		খুলনা	ফুলতলা
			বটিয়াঘাটা
			রুপসা
			দাকোপ
			তেরখাদা
			ডুমুরিয়া
			কয়রা
			দীঘলিয়া
			পাইকগাছা
		কুষ্টিয়া	মিরপুর
			কুমারখালী
			কুষ্টিয়া সদর
			ভেড়ামারা
			খোকসা
			দৌলতপুর
		মাগুরা	মাগুরা সদর
			শালিখা
			শ্রীপুর
			মহম্মদপুর
		মেহেরপুর	গাংনী
			মেহেরপুর সদর
			মুজিবনগর
		নড়াইল	কালিয়া
			লোহাগড়া
			নড়াইল সদর
		যশোর	মণিরামপুর
			শার্শা
			অভয়নগর

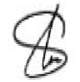

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২	খুলনা বিভাগ	যশোর	যশোর সদর
			ঝিকরগাছা
			বাঘারপাড়া
			কেশবপুর
			চৌগাছা
		সাতক্ষীরা	শ্যামনগর
			দেবহাটা
			তালা
			কলারোয়া
			আশাশুনি
			সাতক্ষীরা সদর
			কালিগঞ্জ
৩	ময়মনসিংহ বিভাগ	জামালপুর	জামালপুর সদর
			মেলান্দহ
			দেওয়ানগঞ্জ
			বকশীগঞ্জ
			ইসলামপুর
			সরিষাবাড়ী
			মাদারগঞ্জ
		ময়মনসিংহ	ভালুকা
			নান্দাইল
			গৌরীপুর
			তারাকান্দা
			ফুলপুর
			ফুলবাড়িয়া
			হালুয়াঘাট
			ময়মনসিংহ সদর
			ত্রিশাল
			মুক্তাগাছা
			গফরগাঁও

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩	ময়মনসিংহ বিভাগ	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া
			ঈশ্বরগঞ্জ
		নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ
			নেত্রকোনা সদর
			দুর্গাপুর
			পূর্বধলা
			কলমাকান্দা
			মদন
			আটপাড়া
			কেন্দুয়া
			খালিয়াজুরী
			বারহাট্টা
		শেরপুর	নকলা
			নালিতাবাড়ী
			ঝিনাইগাতি
			শ্রীবরদী
			শেরপুর সদর
৪	সিলেট বিভাগ	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ
			মাধবপুর
			হবিগঞ্জ সদর
			লাখাই
			বাহুবল
			চুনারুঘাট
			আজমিরীগঞ্জ
			বানিয়াচং
		মৌলভীবাজার	রাজনগর
			শ্রীমঙ্গল
			কমলগঞ্জ
			বড়লেখা
			কুলাউড়া

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪	সিলেট বিভাগ	মৌলভীবাজার	জুড়ী
			মৌলভীবাজার সদর
		সুনামগঞ্জ	শাল্লা
			শান্তিগঞ্জ
			তাহিরপুর
			ছাতক
			সুনামগঞ্জ সদর
			দিরাই
			জগন্নাথপুর
			ধর্মপাশা
			বিশ্বম্ভরপুর
			জামালগঞ্জ
			দোয়ারাবাজার
		সিলেট	বালাগঞ্জ
			বিশ্বনাথ
			দক্ষিণ সুরমা
			কোম্পানিগঞ্জ
			ফেঞ্চুগঞ্জ
			গোলাপগঞ্জ
			সিলেট সদর
			গোয়াইনঘাট
			কানাইঘাট
			জৈন্তাপুর
			জকিগঞ্জ
			ওসমানীনগর
			বিয়ানীবাজার
৫	ঢাকা বিভাগ	ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ
			দোহার
			ধামরাই
			সাভার

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫	ঢাকা বিভাগ	ঢাকা	নবাবগঞ্জ
		ফরিদপুর	সালথা
			সদরপুর
			চর ভদ্রাসন
			ভাংগা
			মধুখালী
			বোয়ালমারী
			আলফাডাঙ্গা
			নগরকান্দা
			ফরিদপুর সদর
		গাজীপুর	গাজীপুর সদর
			কালীগঞ্জ
			কাপাসিয়া
			শ্রীপুর
			কালিয়াকৈর
		গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী
			মুকসুদপুর
			টুঙ্গিপাড়া
			কোটালীপাড়া
			গোপালগঞ্জ সদর
		কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ
			কিশোরগঞ্জ সদর
			পাকুন্দিয়া
			নিকলী
			তাড়াইল
			মিঠামইন
			অষ্টগ্রাম
			ইটনা
			ভৈরব
			হোসেনপুর

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫	ঢাকা বিভাগ	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর
			কটিয়াদী
			বাজিতপুর
		মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর
			শিবচর
			কালকিনি
			রাজৈর
		মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
			দৌলতপুর
			সাটুরিয়া
			শিবালয়
			হরিরামপুর
			সিংগাইর
			ঘিওর
		মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান
			টংগিবাড়ি
			লৌহজং
			গজারিয়া
			মুন্সীগঞ্জ সদর
			শ্রীনগর
		নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
			বন্দর
			রূপগঞ্জ
			সোনারগাঁ
			নারায়নগঞ্জ সদর
		নরসিংদী	রায়পুরা
			নরসিংদী সদর
			বেলাব
			শিবপুর
			পলাশ

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫	ঢাকা বিভাগ	নরসিংদী	মনোহরদি
		রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
			গোয়ালন্দ
			পাংশা
			কালুখালী
			বালিয়াকান্দি
		টাঙ্গাইল	ভূঞাপুর
			গোপালপুর
			কালিহাতি
			সখিপুর
			টাঙ্গাইল সদর
			মধুপুর
			ধনবাড়ী
			নাগরপুর
			মির্জাপুর
			বাসাইল
			দেলদুয়ার
			ঘাটাইল
		শরীয়তপুর	নড়িয়া
			ডামুড্যা
			জাজিরা
			ভেদরগঞ্জ
			শরীয়তপুর সদর
			গোসাইরহাট
৬	রাজশাহী বিভাগ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর
			ভোলাহাট
			নাচোল
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
			শিবগঞ্জ
		পাবনা	আটঘরিয়া

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬	রাজশাহী বিভাগ	পাবনা	ঈশ্বরদী
			ভাঙ্গুড়া
			পাবনা সদর
			সাঁথিয়া
			ফরিদপুর
			বেড়া
			চাটমোহর
			সুজানগর
		জয়পুরহাট	আক্কেলপুর
			জয়পুরহাট সদর
			ক্ষেতলাল
			কালাই
			পাঁচবিবি
		নওগাঁ	সাপাহার
			রানীনগর
			পত্নীতলা
			নওগাঁ সদর
			পোরশা
			মান্দা
			ধামইরহাট
			আত্রাই
			মহাদেবপুর
			বদলগাছী
			নিয়ামতপুর
		নাটোর	বাগাতিপাড়া
			বড়াইগ্রাম
			লালপুর
			সিংড়া
			নলডাঙ্গা
			নাটোর সদর

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬	রাজশাহী বিভাগ	নাটোর	গুরুদাসপুর
		রাজশাহী	চারঘাট
			বাগমারা
			গোদাগাড়ী
			দুর্গাপুর
			পবা
			তানোর
			পুঠিয়া
			বাঘা
			মোহনপুর
		সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ
			সিরাজগঞ্জ সদর
			শাহজাদপুর
			কাজিপুর
			বেলকুচি
			কামারখন্দ
			চৌহালী
			রায়গঞ্জ
			উল্লাপাড়া
		বগুড়া	ধুনাট
			গাবতলি
			সারিয়াকান্দি
			কাহালু
			শেরপুর
			দুপচাচিয়া
			সোনাতলা
			বগুড়া সদর
			শাজাহানপুর
			নন্দিগ্রাম
			আদমদীঘি

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬	রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া	শিবগঞ্জ

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭	রংপুর বিভাগ	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ি
			ফুলছড়ি
			সুন্দরগঞ্জ
			গোবিন্দগঞ্জ
			সাদুল্লাপুর
			গাইবান্ধা সদর
			সাঘাটা
		কুড়িগ্রাম	রৌমারী
			ফুলবাড়ী
			চর রাজিবপুর
			নাগেশ্বরী
			উলিপুর
			ভুরুঙ্গামারী
			রাজারহাট
			চিলমারী
			কুড়িগ্রাম সদর
		লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর
			হাতীবান্ধা
			পাটগ্রাম
			কালিগঞ্জ
			আদিতমারী
		নীলফামারী	ডোমার
			নীলফামারী সদর
			ডিমলা
			কিশোরগঞ্জ
			সৈয়দপুর
			জলঢাকা
		দিনাজপুর	ফুলবাড়ী
			কাহারোল

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭	রংপুর বিভাগ	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ
			ঘোড়াঘাট
			চিরিরবন্দর
			বিরামপুর
			হাকিমপুর
			খানসামা
			নবাবগঞ্জ
			বিরল
			পার্বতীপুর
			বীরগঞ্জ
			দিনাজপুর সদর
		পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া
			দেবীগঞ্জ
			পঞ্চগড় সদর
			বোদা
			আটোয়ারী
		রংপুর	পীরগাছা
			মিঠাপুকুর
			কাউনিয়া
			বদরগঞ্জ
			পীরগঞ্জ
			রংপুর সদর
			তারাগঞ্জ
			গংগাচড়া
		ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
			রানীশংকৈল
			বালিয়াডাঙ্গী
			পীরগঞ্জ
			হরিপুর
৮	বরিশাল বিভাগ	বরগুনা	তালতলী

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮	বরিশাল বিভাগ	বরগুনা	বরগুনা সদর
			বামনা
			বেতাগী
			আমতলী
			পাথরঘাটা
		বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ
			বরিশাল সদর
			গৌরনদী
			বাবুগঞ্জ
			আগৈলঝাড়া
			বানারিপাড়া
			বাকেরগঞ্জ
			হিজলা
			মুলাদি
			উজিরপুর
		ভোলা	তজুমদ্দিন
			চরফ্যাশন
			লালমোহন
			বোরহানউদ্দিন
			ভোলা সদর
			মনপুরা
			দৌলতখান
		ঝালকাঠি	কাঁঠালিয়া
			ঝালকাঠি সদর
			রাজাপুর
			নলছিটি
		পটুয়াখালী	গলাচিপা
			দশমিনা
			বাউফল
			পটুয়াখালী সদর

সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮	বরিশাল বিভাগ	পটুয়াখালী	দুমকী
			কলাপাড়া
			মির্জাগঞ্জ
			রাংগাবালী
		পিরোজপুর	ইন্দুরকানী
			ভান্ডারিয়া
			কাউখালি
			নাজিরপুর
			মঠবাড়িয়া
			নেছারাবাদ
			পিরোজপুর সদর

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রধান ভিত্তি হলো উপজেলা পর্যায়। সম্প্রতি ব্যুরোর অধীনে দেশের ৪৯১টি উপজেলায় উপজেলা কার্যালয় নবগঠিত হয়েছে। এসব কার্যালয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন না হলেও ইতোমধ্যে ৭০৫ জন কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি ৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং অবশিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এটিওগণ উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে নবগঠিত উপজেলা কার্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক, আইসিটি সরঞ্জাম ও অফিস সুবিধার ঘাটতির কারণে মাঠপর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও রিপোর্টিং কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়মিত মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন, তদারকি ও সমন্বয় কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও অফিস সুবিধা প্রদান করা হলে বিদ্যমান জনবলকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে এবং নবনিযুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন, তদারকি জোরদারকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত ও কার্যকর কাঠামো গড়ে উঠবে।

অতএব, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কার্যকারিতা, দক্ষতা ও টেকসই প্রভাব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল উপজেলা কার্যালয়কে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা যুক্তিসংগত ও সময়োপযোগী।

৮.০ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন: বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য

৯.০ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ:

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				
					মোট [(৬)=(৭)+(৮)+(৯)]	জিওবি (বৈ:মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈ:মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট ব্যয় %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

সহকারী পরিচালক

লক্ষ্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে মাঠপর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	মাঠপর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক কার্যক্রম এবং প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি।	বার্ষিক মনিটরিং রিপোর্ট এবং ব্যুরোর বার্ষিক প্রতিবেদন।	
উদ্দেশ্য উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর ও গতিশীল করা।	৪৯১টি উপজেলায় লজিস্টিক ও আইসিটি সুবিধা নিশ্চিত হওয়া।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং ফিল্ড ভিজিট রিপোর্ট।	নিয়োগপ্রাপ্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জনবল নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিত থাকবে।
আউটপুট ১. মোটরসাইকেল সরবরাহ সম্পন্ন। ২. আইসিটি সরঞ্জাম স্থাপন। ৩. অফিস আসবাবপত্র সজ্জিতকরণ।	১. ৪৯১টি মোটরসাইকেল হস্তান্তর। ২. ৪৯১ সেট কম্পিউটার ও প্রিন্টার সচল। ৩. সকল অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ।	মালামাল গ্রহণের চালান (Challan), স্টক রেজিস্টার এবং ইনভেন্টরি রিপোর্ট।	যথাসময়ে গুণগত মানসম্পন্ন মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত হবে।
ইনপুট ১. ৪ টি প্যাকেজে মালামাল ক্রয়। ২. বিতরণ ও স্থাপন। ৩. রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা তৈরি।	মোট অনুমোদিত বাজেট (টাকায়) এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার রেকর্ড।	অডিট রিপোর্ট, ক্যাশ বুক এবং বিল-ভাউচার।	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০২৫ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী ২ দ্রষ্টব্য।

১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা :

প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE) কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করা হবে:

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Project Management Unit - PMU): প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্যবস্থাপনা ইউনিট থাকবে।

- প্রকল্প পরিচালক (PD): উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর একজন পরিচালক (জাতীয় বেতন স্কেলের ৩য় গ্রেড) তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এই প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রধান হিসেবে কাজ করবেন এবং মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

- সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী: প্রকল্পের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজে সহায়তার জন্য ব্যুরোর বিদ্যমান জনবল থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা হবে।

আন্তঃশাখা সমন্বয় (Internal Coordination): প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে ব্যুরোর বিভিন্ন শাখা সমন্বিতভাবে

সহকারী পরিচালক

সহায়তা প্রদান করবে:

- বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা: প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবে।

- প্রশাসন ও অর্থ শাখা: জনবল ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক লেনদেন ও অডিট সংক্রান্ত কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করবে।

- মাঠ প্রশাসন ও এমআইএস শাখা: মোটরসাইকেল এবং আইসিটি সরঞ্জাম মাঠপর্যায়ে (উপজেলা কার্যালয়ে) বিতরণ, স্থাপন এবং তদারকিতে কারিগরি ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন তদারকি: উপজেলা পর্যায়ে মালামাল পৌঁছানোর পর সংশ্লিষ্ট জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মালামাল বুঝে নেবেন এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC): প্রকল্পের নীতিগত নির্দেশনা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি' (PSC) এবং প্রকল্পের নিবিড় তদারকি ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' (PIC) কাজ করবে।

১২.০ প্রকল্পের আর্থিক এবং ক্রয় পরিকল্পনা:

১২.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা: বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য ।

১২.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা: সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য ।

১৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

হ্যা

১৩.১ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ:

রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ

১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:

- **মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ:** প্রকল্প সমাপ্তির পর সরবরাহকৃত ৪৯১টি মোটরসাইকেল, কম্পিউটার সেট এবং আসবাবপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কার্যালয়ের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যুরোর রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত হবে।

সহকারী পরিচালক

- **তদারকি:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর 'প্রশাসন ও অর্থ' শাখা এবং লজিস্টিকস শাখা কেন্দ্রীয়ভাবে এই সম্পদগুলোর ইনভেন্টরি সংরক্ষণ ও তদারকি করবে।

- **রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো:** উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মালামালগুলোর ব্যবহারকারী হিসেবে সরাসরি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ এর নিয়মিত অবস্থা তদারকি করবে।

২. কারিগরি চাহিদা:

- **আইসিটি সাপোর্ট:** কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানারসমূহের সফটওয়্যার আপডেট এবং কারিগরি ত্রুটি মেরামতের জন্য ব্যুরোর এমআইএস শাখা কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

- **মেরামত:** মোটরসাইকেল এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টার থেকে নিয়মিত সার্ভিসিং নিশ্চিত করতে হবে।

৩. আর্থিক চাহিদা (রাজস্ব বাজেট):

- **জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট:** প্রতিটি মোটরসাইকেলের জন্য মাসিক প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট খরচ রাজস্ব খাতের 'জ্বালানি' কোড থেকে বরাদ্দ দিতে হবে।

- **মেরামত ও সংরক্ষণ:** মোটরসাইকেল এবং কম্পিউটারসমূহের নিয়মিত মেরামত, টায়ার/ব্যাটারি পরিবর্তন এবং টোনার/কালি ক্রয়ের জন্য প্রতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ (Repair and Maintenance code) রাখতে হবে।

- **বীমা ও কর:** মোটরসাইকেলগুলোর বার্ষিক ট্যাক্স-টোকেন এবং বীমা (যদি প্রযোজ্য হয়) নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফি রাজস্ব খাত থেকে মেটানো হবে।

১৩.২ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক/কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

এস.এম. শামীম আহসান
সহকারী পরিচালক

ড. ফারুক আহাম্মদ
পরিচালক

সহকারী পরিচালক

প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নকারী কর্মকর্তা স্বাক্ষর
(তারিখ ও সীলসহ)

সহকারী পরিচালক

অংশ - খ

১৪.০ প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যঃ

১৪.১ সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনাঃ

পটভূমি: এসডিজি-৪ (SDG-4) অর্জনে জীবনব্যাপী শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর (BNFE) সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার করে উপজেলা পর্যায়ে ৩টি গ্রেডের স্থায়ী পদ সৃজন করেছে। এর মাধ্যমে দেশের ৪৯১টি উপজেলায় ব্যুরোর সরাসরি প্রশাসনিক ও তদারকি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল উপজেলায় জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক কর্মচারী মাঠপর্যায়ে যোগদান করেছেন।

বিদ্যমান সমস্যাবলি (Problem Statement):

১. **প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর অভাব:** নতুন গঠিত ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। একটি নতুন অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লজিস্টিক সুবিধা না থাকায় নবনিযুক্ত কর্মচারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে চরম বিঘ্ন ঘটছে।

২. **পরিবহন ও মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বলতা:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল কার্যক্রম (যেমন: আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম) মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। দুর্গম এলাকায় শিখন কেন্দ্রসমূহ তদারকি করার জন্য বর্তমানে উপজেলা কার্যালয়ে কোনো সরকারি যানবাহন (মোটরসাইকেল) নেই। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে নিয়মিত পরিদর্শন ও বাস্তব চিত্র যাচাই করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

৩. **ডিজিটাল রিপোর্টিং ও আইসিটি সীমাবদ্ধতা:** বর্তমান 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের যুগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডাটাবেজ আপডেট করার জন্য প্রতিটি অফিসে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার থাকা অপরিহার্য। এই সরঞ্জামের অভাবে মাঠপর্যায়ের তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভারে পাঠাতে দেরি হচ্ছে, যা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৪. **জনবল অলস বসে থাকা:** লজিস্টিক ও আইসিটি সরঞ্জামের অভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কর্মদক্ষতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। উপকরণের অভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উপরে বর্ণিত সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে উপজেলা কার্যালয়গুলোতে মোটরসাইকেল, কম্পিউটার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা জরুরি। এই লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা না গেলে নবগঠিত এই কাঠামোর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

১৪.২ অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততাঃ

প্রকল্পটি মূলত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হলেও, মাঠপর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের সাথে নিবিড় সমন্বয় থাকবে:

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE): বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধিকাংশ কার্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ATO) মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, ঝরে পড়া শিশুদের মূলধারার

সহকারী পরিচালক

শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করতে ডিপিই-এর সাথে তথ্যের আদান-প্রদান এবং একাডেমিক সমন্বয় প্রয়োজন হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে ডিপিই-এর সাথে এই সমন্বয় আরও বেগবান হবে।

২. উপজেলা প্রশাসন (ইউএনও অফিস): উপজেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হলো উপজেলা প্রশাসন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত লজিস্টিক সুবিধাসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সভা, জাতীয় দিবস উদযাপন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার তদারকি করা সহজতর হবে।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ ও এটুআই (a2i): সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশন বাস্তবায়নে ব্যুরোর সকল তথ্য ডিজিটাল ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত কম্পিউটার ও আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহার করে এটুআই এবং আইসিটি বিভাগের তৈরি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের (যেমন: ই-নথি, জাতীয় তথ্য বাতায়ন) সাথে উপজেলা কার্যালয়গুলোর সংযোগ স্থাপন ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGI): উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রকল্পের আওতায় যাতায়াত ব্যবস্থা (মোটরসাইকেল) নিশ্চিত হলে মাঠপর্যায়ের এই জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও তদারকি জোরদার হবে।

১৪.৩ দারিদ্র্য পরিস্থিতিঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নোক্তভাবে প্রভাব ফেলবে:

১. দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি: উপজেলা কার্যালয়গুলো সচল ও কার্যকর হলে মাঠপর্যায়ে মৌলিক সাক্ষরতা এবং কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Skill Development Training) নিবিড়ভাবে তদারকি করা সম্ভব হবে। সমাজের দরিদ্র ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী যখন দক্ষতা অর্জন করবে, তখন তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, যা সরাসরি দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

২. ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি: দরিদ্র পরিবারের শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করা ব্যুরোর মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের আওতায় লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত হলে মাঠপর্যায়ের পরিবীক্ষণ জোরদার হবে, ফলে শিখন কেন্দ্রগুলোর মান বাড়বে এবং দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা মানসম্মত শিক্ষা পেয়ে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

৩. নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সচেতনতা: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বড় একটি অংশ জুড়ে থাকে নারীরা। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা যখন নিয়মিত মাঠ সফর (মোটরসাইকেলের মাধ্যমে) করবেন, তখন তারা প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারবেন। এটি দরিদ্র পরিবারের নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৪. সরকারি সেবার সুষম বণ্টন: উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও শিক্ষার্থীদের তথ্য ও সেবা দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হবে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর সুফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

সহকারী পরিচালক

১৫.০ প্রকল্পের বিবরণঃ

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- **পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ:** ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য ১টি করে মোটরসাইকেল সরবরাহের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং তদারকি কার্যক্রমের পরিধি ও নিবিড়তা বৃদ্ধি করা।

- **ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ:** প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে ১ সেট কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার স্থাপনের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন এবং কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সাথে রিয়েল-টাইম রিপোর্টিং নিশ্চিত করা।

- **কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি:** প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে নবনিযুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি পেশাদার ও কার্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

- **সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার:** লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ও নবনিযুক্ত জনবলের কর্মদক্ষতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগিয়ে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত করা।

১৫.২ প্রকল্পের ফলাফলঃ

১. মাঠপর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ জোরদার:

- দেশের ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য ১টি করে মোটরসাইকেল নিশ্চিত হবে।

- এর ফলে মাঠপর্যায়ে শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং তদারকির হার বর্তমানের তুলনায় ন্যূনতম **৩০% বৃদ্ধি** পাবে, যা শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করবে।

২. ডিজিটাল ও স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা:

- ৪৯১টি উপজেলায় আধুনিক আইসিটি সরঞ্জাম (কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) স্থাপিত হবে।

- মাঠপর্যায়ের সকল তথ্য ও প্রতিবেদন ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত সময়ে (Real-time) কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে প্রেরণ করা সম্ভব হবে, যা দাপ্তরিক কাজের দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনবে।

৩. কার্যকর কর্মপরিবেশ ও জনবল সন্তুষ্টি:

সহকারী পরিচালক

- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে ৪৯১টি অফিসে মানসম্মত কর্মপরিবেশ তৈরি হবে।

- এতে নবনিযুক্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাজের স্পৃহা বাড়বে এবং দাপ্তরিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

৪. তথ্যের নির্ভুলতা ও সময়ানুবর্তিতা:

- ম্যানুয়াল রিপোর্টিংয়ের পরিবর্তে ডিজিটাল রিপোর্টিং চালু হওয়ায় তথ্যের ভুলভ্রান্তি হ্রাস পাবে এবং মাসিক বা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সঠিক সময়ে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সম্ভব হবে।

৫. জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক:

- উপজেলা পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যুরোর সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

১৫.৩ প্রকল্পের আউটপুটঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য প্রধান আউটপুটসমূহ নিম্নরূপ:

১. **পরিবহন সুবিধা নিশ্চিতকরণ:** দেশের ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের জন্য মোট **৪৯১টি মোটরসাইকেল** (১২৫ সিসি) ক্রয় এবং মাঠপর্যায়ে হস্তান্তর।

২. **আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন:** ৪৯১টি উপজেলায় **৪৯১ সেট ডেস্কটপ কম্পিউটার** (হাই-কনফিগারেশন), **৪৯১টি প্রিন্টার** এবং **৪৯১টি স্ক্যানার** সরবরাহ ও সচলকরণ।

- প্রতিটি অফিসে ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও অনলাইন রিপোর্টিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

৩. **ভৌত অফিস কাঠামো উন্নয়ন:** ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় **আসবাবপত্র সেট** (অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটর চেয়ার এবং স্টিল ফাইল ক্যাবিনেট) সরবরাহ।

৪. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন:** * সরবরাহকৃত লজিস্টিক সরঞ্জামসমূহের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং লগবুক সংরক্ষণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট **পরিচালন নির্দেশিকা বা নীতিমালা** প্রণয়ন।

১৫.৪ প্রকল্পের কার্যাবলীঃ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নোক্ত প্রধান কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে:

১. চাহিদা নিরূপণ ও স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণ:

সহকারী পরিচালক

- ৪৯১টি উপজেলার জন্য মোটরসাইকেল, আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের সুনির্দিষ্ট কারিগরি মান (Technical Specification) চূড়ান্ত করা।

- বর্তমান বাজার দর যাচাই করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official Estimate) প্রণয়ন।

২. পণ্য ও সরঞ্জাম ক্রয় (Procurement):

- **পিপিআর-২০২৫ (PPR-2025)** অনুসরণ করে ই-জিপি (e-GP) পোর্টালের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান।

- পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজ নির্ধারণ (যেমন: মোটরসাইকেল প্যাকেজ, আইসিটি সরঞ্জাম প্যাকেজ এবং আসবাবপত্র প্যাকেজ)।

- দরপত্র মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে মালামাল সংগ্রহ নিশ্চিত করা।

৩. লজিস্টিক ও সরঞ্জাম বিতরণ:

- ক্রয়কৃত ৪৯১টি মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়গুলোতে সরকারি বিধি মোতাবেক বরাদ্দ ও হস্তান্তর।

- প্রতিটি উপজেলায় কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সরবরাহ এবং সচল অবস্থায় স্থাপন নিশ্চিত করা।

- আসবাবপত্রসমূহ মাঠপর্যায়ে সরবরাহ করে অফিস সাজসজ্জা সম্পন্ন করা।

- দেশের ৬৪টি জেলার সদর উপজেলা কার্যালয়সমূহের জন্য ১টি করে উচ্চমানসম্পন্ন ল্যাপটপ সরবরাহ করা

৪. ওরিয়েন্টেশন ও কারিগরি সহায়তা:

- সরবরাহকৃত আইসিটি সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার এবং অনলাইনে রিপোর্টিং পদ্ধতি সম্পর্কে উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশন প্রদান।

- মোটরসাইকেল ব্যবহারের নীতিমালা ও লগবুক সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান।

৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation):

সহকারী পরিচালক

- প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত সরঞ্জামগুলোর গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন ও যাচাই করা।

- প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে মাসিক (Monthly) ও ত্রৈমাসিক (Quarterly) অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট তিনটি প্যাকেজে প্রয়োজনীয় মোটরসাইকেল, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে।

প্যাকেজ- পিজি-০১:

প্যাকেজের সাধারণ বর্ণনা

- **প্যাকেজ নম্বর:** পিজি-০১

- **প্যাকেজের নাম:** ৪৯১টি মোটরসাইকেল (১২৫ সিসি) ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন ও সরবরাহ।

- **পদ্ধতি:** উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM - National)

- **অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:** হোপ (HOPE - মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো)

টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (Technical Specification Summary)

- **ইঞ্জিন ক্ষমতা:** ন্যূনতম ১২৫ সিসি (125cc)।

- **ইঞ্জিন ধরণ:** ফোর-স্ট্রোক (4-Stroke), এয়ার কুলড (Air Cooled), একক সিলিন্ডার।

- **ব্রেক:** সামনের চাকায় ডিস্ক ব্রেক (Disc) এবং পেছনের চাকায় ড্রাম ব্রেক (Drum)।

- **জ্বালানি সাশ্রয়:** প্রতি লিটারে নূন্যতম ৫০-৫৫ কিমি (জ্বালানি সাশ্রয়ী হতে হবে)।

- **রেজিস্ট্রেশন:** প্রতিটি মোটরসাইকেল সরকারি (রেভিনিউ) বা প্রকল্পের নামে বিআরটিএ (BRTA) রেজিস্ট্রেশনসহ সরবরাহ করতে হবে।

সহকারী পরিচালক

- **সার্ভিস সেন্টার:** সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সারাদেশে (বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে) নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার থাকতে হবে।

প্যাকেজ- পিজি-০২:

উপজেলা কার্যালয়সমূহের জন্য ৪৯১ সেট ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয় ও সরবরাহ।

প্রতি সেটে থাকবে:

- ১ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার
- ১টি ইউপিএস
- ১ টি স্ক্যানার এবং
- ১ টি প্রিন্টার
- ১ টি ওয়েব ক্যামেরা

স্পেসিফিকেশন:

১. ডেস্কটপ কম্পিউটার (Desktop Computer) - ৪৯১টি

- **Processor**: Intel Core i5, 13th Generation (বা তার বেশি) অথবা সমমানের AMD Ryzen 5।

- **Motherboard:** প্রসেসরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিপসেট (Intel B760 বা সমমানের)।

- **RAM**: 16 GB DDR4 (3200 MHz বা তার বেশি)।

- **Storage:** 1 TB M.2 NVMe SSD।

- **Monitor:** নূন্যতম ১৯.৫ ইঞ্চি বা তার বড় LED ব্যাকলিট ডিসপ্লে (FHD)।

- **Accessories:** একই ব্র্যান্ডের ইউএসবি কিবোর্ড (বাংলা লেআউটসহ) এবং অপটিক্যাল মাউস।

- **OS:** নূন্যতম Windows 11 (Genuine/Licensed)।

২. ইউপিএস (Offline UPS) - ৪৯১টি

সহকারী পরিচালক

- **Capacity:** 1200 VA।
- **Backup Time:** পিসি এবং প্রিন্টারসহ নূন্যতম ২০-৩০ মিনিট ব্যাকআপ (লোড সাপেক্ষে)।
- **Protection:** হাই-ভোল্টেজ, লো-ভোল্টেজ এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা।

৩. লেজার প্রিন্টার (Laser Printer) - ৪৯১টি

- **Type:** সাদা-কালো (Monochrome) লেজার প্রিন্টার।
- **Print Speed:** নূন্যতম ৩০-৩৫ পিপিএম (PPM)।
- **Connectivity:** USB এবং ইথারনেট/নেটওয়ার্ক পোর্ট (শেয়ারিংয়ের জন্য)।
- **Duplex Printing:** অটো ডুপ্লেক্স (উভয় পিঠে প্রিন্ট) সুবিধা থাকতে হবে।
- **Duty Cycle:** মাসে নূন্যতম ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ পৃষ্ঠা প্রিন্ট করার সক্ষমতা।

৪. স্ক্যানার (Scanner) - ৪৯১টি

- **Type:** ফ্ল্যাটবেড (Flatbed) স্ক্যানার (ডকুমেন্ট স্ক্যান করার জন্য)।
- **Resolution:** নূন্যতম ১২০০ x ২৪০০ dpi।
- **Scanning Speed:** দ্রুত গতির স্ক্যানিং সুবিধা (Color & B/W)।
- **Format:** PDF, JPEG, TIFF ইত্যাদি ফরমেটে সেভ করার সুবিধা।

৫. ওয়েব ক্যামেরা (Webcam) - কারিগরি স্পেসিফিকেশন

- **Resolution (রেজোলিউশন):** নূন্যতম Full HD (1920 x 1080 pixels)।

সহকারী পরিচালক

- **Frame Rate (ফ্রেম রেট):** নূন্যতম 30 fps (Frames Per Second) যাতে ভিডিও স্মুথ দেখা যায়।
- **Field of View (FOV):** ৭৮ ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রি (যাতে ভিডিওতে পর্যাপ্ত জায়গা কভার করে)।
- **Focus (ফোকাস):** অটো-ফোকাস (Auto-focus) সুবিধা থাকতে হবে।
- **Microphone (মাইক্রোফোন):** নূন্যতম ২টি বিল্ট-ইন নয়েজ ক্যানসেলিং মাইক্রোফোন (Stereo Mic) থাকতে হবে, যাতে আলাদা মাইক্রোফোনের প্রয়োজন না হয়।
- **Lens (লেন্স):** ফুল এইচডি গ্লাস লেন্স (প্লাস্টিক লেন্সের চেয়ে স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা বেশি)।
- **Light Correction:** অটোমেটিক লো-লাইট কারেকশন সুবিধা (যাতে ঘরের আলো কম থাকলেও ভিডিও পরিষ্কার দেখা যায়)।
- **Mounting:** ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ মনিটরের সাথে লাগানোর জন্য ইউনিভার্সাল ক্লিপ এবং ট্রাইপড মাউন্ট করার সুবিধা থাকতে হবে।
- **Connectivity:** USB 2.0 অথবা 3.0 (Plug and Play - কোনো আলাদা ড্রাইভার ইন্সটল করার ঝামেলা ছাড়া)।
- **Compatibility:** Windows 10/11 এবং ডি-নথি ব্যবহারের জন্য সকল প্রধান ব্রাউজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- **Privacy Shutter:** গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিল্ট-ইন লেন্স কভার বা প্রাইভেসি শাটার থাকা বাঞ্ছনীয়।
- **Warranty:** নূন্যতম ১ থেকে ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি।

৬. অন্যান্য শর্তাবলী (General Requirements)

- **ওয়ারেন্টি:** সকল আইটেমের জন্য নূন্যতম ৩ বছরের পূর্ণ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি (Parts & Labor)।

সহকারী পরিচালক

- **ব্র্যান্ড:** আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো ব্র্যান্ডের (যেমন: HP, Dell, Lenovo বা সমমানের) মালামাল হতে হবে।

- **সার্ভিসিং:** সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে জেলা পর্যায়ে বা অন্তত বিভাগীয় পর্যায়ে নিজস্ব সার্ভিসিং সেন্টার নিশ্চিত করতে হবে।

প্যাকেজ- পিজি-০৩: উপজেলা কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে ৪৯১ সেট আসবাবপত্র (রিভলবিং চেয়ার, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ভিজিটিং চেয়ার, ফাইল ক্যাবিনেট, আলমারি, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার) এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ফ্যান) ক্রয় ও সরবরাহ।

প্রতি সেটে থাকবে:

- রিভলবিং চেয়ার ১ টি
- হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল (গ্লাসসহ) ১ টি
- ভিজিটর চেয়ার ৩ টি
- ফাইল কেবিনেট ২ টি (২২ গেজি শিট, ৪ ড্রয়ার)
- আলমারি ২ টি
- পাদানি ১ টা
- সিলিং ফ্যান ২ টি
- স্ট্যান্ড ফ্যান ১ টি
- কম্পিউটার টেবিল ১ টি
- কম্পিউটার চেয়ার ১ টা

স্পেসিফিকেশন:

- **রিভলবিং চেয়ার (১টি):**
  - **বডি:** উন্নতমানের ক্রোম প্লেটেড স্টিল বা মজবুত নাইলন ফ্রেম।
  - **ফেব্রিক:** উচ্চ ঘনত্বের (High Density) ফোমসহ শ্বাসযোগ্য মেশ বা লাক্সারি ফেব্রিক।
  - **ফিচার:** উচ্চতা সমন্বয়ের জন্য গ্যাস লিফট সিস্টেম, টিল্টিং মেকানিজম এবং ৫টি চাকা বিশিষ্ট হেভি ডিউটি লেগ।

- **হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল (১টি):**

সহকারী পরিচালক

- **সাইজ:** ৪ ফুট x ২.৫ ফুট (আনুমানিক)।
- **উপাদান:** মেলামাইন ল্যামিনেটেড বোর্ড বা উন্নতমানের কাঠ।
- **গ্লাস:** টেবিলের উপরিভাগে নূন্যতম ৫-৮ মিমি স্বচ্ছ টেম্পারড গ্লাস। নূন্যতম ৩টি ড্রয়ার ও উন্নত লক সিস্টেমসহ।

- **ভিজিটর চেয়ার (৩টি):**
    - **স্ট্রাকচার:** ১.২ মিমি পুরুত্বের এমএস পাইপ বা ক্রোম প্লেটেড স্টিল ফ্রেম।
    - **সিট ও ব্যাক:** ফোম কুশনসহ কৃত্রিম চামড়া (Rexine) বা উন্নত ফেব্রিক ফিনিশিং।
- **ফাইল ক্যাবিনেট (২টি):**
    - **উপাদান:** ২২ গেজ কোল্ড রোল্ড এমএস শিট দ্বারা নির্মিত।
    - **ডিজাইন:** ৪টি ড্রয়ার বিশিষ্ট এবং প্রতিটি ড্রয়ার বল বেয়ারিং স্লাইড যুক্ত।
    - **লক:** সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেম (এক সাথে ৪টি ড্রয়ার লক করার সুবিধা)।
- **আলমারি (২টি):**
    - **উপাদান:** ২২ গেজ এমএস শিট, মরিচারোধী পাউডার কোটেড পেইন্ট।
    - **ডিজাইন:** উচ্চতা নূন্যতম ৭২ ইঞ্চি, ভিতরে ৪-৫টি তাক (Shelves) এবং একটি লকার। মজবুত ৩-পয়েন্ট লকিং সিস্টেম।
- **পাদানি (১টি):**
    - **উপাদান:** টেকসই কাঠ বা প্লাস্টিক বডি।

সহকারী পরিচালক

◦ **ফিনিশিং:** উপরিভাগে আরামদায়ক অ্যান্টি-স্লিপ রাবার ম্যাট বা কার্পেট ফিনিশ।

- **কম্পিউটার টেবিল (১টি):**
  - **উপাদান:** মেলামাইন ল্যামিনেটেড বোর্ড।
  - **ডিজাইন:** সিপিইউ রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা, স্লাইডিং কিবোর্ড ট্রে এবং ক্যাবল ম্যানেজমেন্ট হোলসহ।
- **কম্পিউটার চেয়ার (১টি):**
  - **ডিজাইন:** ফিক্সড হ্যান্ডরেস্ট, আরামদায়ক ফোম ব্যাক এবং গ্যাস লিফট হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট সিস্টেম।
- **সিলিং ফ্যান (২টি):**
  - **সাইজ:** ৫৬ ইঞ্চি (১৪০০ মিমি)।
  - **বডি ও ব্লেড:** অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বডি এবং ব্লেড, জং রোধক পেইন্ট।
  - **পারফরম্যান্স:** হাই-স্পিড এবং নয়েজলেস কপার মোটরের হতে হবে (নূন্যতম বিএসটিআই সার্টিফাইড)।
- **স্ট্যান্ড ফ্যান (১টি):**
  - **সাইজ:** ১৬-১৮ ইঞ্চি।
  - **ফিচার:** ৩-স্পিড কন্ট্রোল, দোদুল্যমান (Oscillation) সুবিধা এবং উচ্চতা সমন্বয়ের ব্যবস্থা।

প্যাকেজ- পিজি-০৪: দেশের ৬৪টি জেলার সদর উপজেলা কার্যালয়সমূহের জন্য ১টি করে উচ্চমানসম্পন্ন ল্যাপটপ সরবরাহ করা;

ল্যাপটপের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (Technical Specification)

- **Processor**: Intel Core i5, 13th Gen (বা তার বেশি) অথবা সমমানের AMD Ryzen 5।

সহকারী পরিচালক

- **RAM**: 16 GB DDR4/DDR5।
- **Storage**: 512 GB NVMe SSD।
- **Display**: 14 inch or 15.6 inch Full HD (1920x1080) Anti-glare Display।
- **Battery**: নূন্যতম ৮-১০ ঘণ্টা ব্যাকআপ প্রদানের সক্ষমতা।
- **Weight**: হালকা ও বহনযোগ্য (নূন্যতম ১.৫ - ১.৮ কেজি)।
- **Operating System**: Licensed Windows 11 Pro।
- **Accessories**: অরিজিনাল ল্যাপটপ ব্যাগ এবং ওয়ারলেস মাউস।
- **Warranty**: ৩ বছরের পূর্ণ ওয়ারেন্টি (Parts & Labor)।

১৬.০ জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানঃ

১৬.১ প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী:

এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রধানত দুই ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

১. প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী (Direct Beneficiaries):

- **উপজেলা কার্যালয়ের জনবল:** দেশের ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ৭০৫ জন কর্মচারী (এবং ভবিষ্যতে নিয়োগপ্রাপ্তব্য সকল জনবল)। তারা আধুনিক আইসিটি সরঞ্জাম ও মোটরসাইকেল ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

- **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE):** কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যুরোর মাঠ প্রশাসন শক্তিশালী হবে এবং রিয়েল-টাইম তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হবে।

২. পরোক্ষ সুবিধাভোগী (Indirect Beneficiaries):

- **ঝরে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু:** উপজেলা পর্যায়ের তদারকি বৃদ্ধি পাওয়ায় 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' শিক্ষা কার্যক্রমের

সহকারী পরিচালক

মান বাড়বে, ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুরা মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পাবে।

- **সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণার্থী:** নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুবক-যুবতীরা সরাসরি লাভবান হবে, কারণ লজিস্টিক সুবিধার ফলে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণের মান ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- **সরকার ও নীতিনির্ধারক:** মাঠপর্যায় থেকে সঠিক ও দ্রুত তথ্য পাওয়ায় সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে সঠিক ও টেকসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

১৬.২ উপকারভোগীদের জনসংখ্যা ভিত্তিক উপাত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) [জেন্ডার ইস্যুজ , শিশু, সিনিয়র সিটিজেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী ইত্যাদি]

প্রকল্পটি সরাসরি উপজেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করলেও এর সুফলভোগী হবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় থাকা দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। উপকারভোগীদের বিন্যাস নিম্নরূপ:

শ্রেণি/গোষ্ঠী	উপাত্ত ও প্রভাবের বিবরণ
১. জেন্ডার ইস্যুজ (নারী ও পুরুষ)	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাঠপর্যায়ের শিখন কেন্দ্রগুলোর প্রায় **৫০% এর অধিক শিক্ষার্থী নারী ও কন্যাশিশু**। উপজেলা কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ও তদারকি সক্ষমতা বাড়লে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও শিক্ষার মান নিশ্চিত হবে। এছাড়া নবনিযুক্ত নারী কর্মচারীদের জন্য কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
২. শিশু (ঝরে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত)	প্রকল্পের প্রধান পরোক্ষ উপকারভোগী হলো ৮-১৪ বছর বয়সী ঝরে পড়া শিশুরা। ৪৯১টি উপজেলায় লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত হলে মাঠপর্যায়ে **আউট অব স্কুল চিলড্রেন (OOSC)** কার্যক্রমের তদারকি জোরদার হবে, যা শিশুদের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
৩. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কারিকুলামে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের সক্ষমতা বাড়লে মাঠপর্যায়ে এই জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরুপণ এবং তাদের উপযোগী বিশেষায়িত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান সহজতর হবে।
৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	দেশের দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস, সেখানে পৌঁছানোর জন্য মোটরসাইকেল অপরিহার্য। এই প্রকল্পের ফলে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত হবে।
৫. তরুণ ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী	১৫-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী যারা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তারা সরাসরি উপকৃত হবে। তদারকি বাড়লে প্রশিক্ষণের মান উন্নত হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

১৭.০ প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)

না

সমীক্ষা না করার কারণসমূহ:

১. **প্রকল্পের ব্যয়সীমা:** পরিকল্পনা কমিশনের প্রচলিত নীতিমালা ও পরিপত্র অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের

সহকারী পরিচালক

প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু এই প্রকল্পের প্রস্তাবিত বাজেট ৫০ কোটি টাকার নিচে, তাই আলাদাভাবে কোনো সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়নি।

২. **প্রকল্পের প্রকৃতি:** এটি মূলত একটি লজিস্টিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক (Institutional Capacity Building) প্রকল্প। এখানে নতুন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা জটিল কারিগরি অবকাঠামো তৈরির বিষয় নেই; বরং বিদ্যমান নবগঠিত উপজেলা কার্যালয়সমূহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম (মোটরসাইকেল, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র) সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. **জরুরি আবশ্যকতা:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয় বর্তমানে নবগঠিত অবস্থায় রয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক জনবল ইতোমধ্যে যোগদান করেছে। মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম সচল করার জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট একটি মৌলিক ও আবশ্যিক চাহিদা। এই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সমীক্ষার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ের চাহিদা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার (Needs Assessment) ভিত্তিতে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. **পূর্ব অভিজ্ঞতা:** অতীতে ব্যুরোর অন্যান্য প্রকল্পে এ ধরণের সরঞ্জাম ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাব ও কার্যকারিতা প্রমাণিত। তাই পুনরায় সমীক্ষা করার পরিবর্তে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮.০ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে): (১২% ডিসকাউন্ট রেট হিসেবে)

১৮.১ নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)

(i) আর্থিক : -

(ii) অর্থনৈতিক : ৩৫৩৬৬৭৩৯০.২৭

১৮.২ বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR)

(i) আর্থিক : -

(ii) অর্থনৈতিক : ২.০৯

১৮.৩ ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)

(i) আর্থিক : -

(ii) অর্থনৈতিক : ১৫.২০

মন্তব্য : প্রকল্পটি থেকে সরাসরি কোন রেভিনিউ অর্জিত হবে না বিধায় আর্থিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য নয়।

১৯.০ সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতাঃ

১৯.১ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে যে সকল বিষয় অবদান রেখেছে তার বিবরণঃ

পূর্ববর্তী সমজাতীয় প্রকল্পসমূহের (যেমন: লজিস্টিক সাপোর্ট প্রকল্পসমূহ) সফল বাস্তবায়নের পেছনে প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ইতিবাচক অবদান রেখেছে, যা এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হবে:

- **সুনির্দিষ্ট টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন:** মালামাল ক্রয়ের পূর্বেই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মোটরসাইকেল ও আইসিটি সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করায় দীর্ঘমেয়াদে সার্ভিস পাওয়া সহজ হয়েছে।

- **কেন্দ্রীভূত ক্রয় ও বিকেন্দ্রীভূত বিতরণ:** কেন্দ্রীয়ভাবে মালামাল ক্রয় করার ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে এবং জেলা অফিসের মাধ্যমে সরাসরি উপজেলায় পৌঁছানোর ফলে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সুযোগ ছিল না।

সহকারী পরিচালক

- **e-GP পদ্ধতির ব্যবহার:** ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP) ব্যবহারের ফলে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে এবং পিপিআর অনুযায়ী দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হয়েছে।

- **উচ্চপর্যায়ের তদারকি:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় থেকে নিয়মিত নিবিড় তদারকি ও ত্বরিত সিদ্ধান্ত প্রদান প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

১৯.২ যে সকল বিষয় ভাল ফলাফল দেয়নি তার বিবরণঃ

১. **ত্রুটিপূর্ণ স্পেসিফিকেশন ও নিম্নমানের মালামাল:** অতীতের কিছু ক্ষেত্রে সরঞ্জামের (বিশেষ করে কম্পিউটার ও মোটরসাইকেল) কারিগরি স্পেসিফিকেশন বর্তমান বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে কিছু সরঞ্জাম দ্রুত অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

২. **রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য বরাদ্দের অভাব:** সরঞ্জাম সরবরাহের পর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) এবং জ্বালানি খরচের জন্য তাৎক্ষণিক রাজস্ব বাজেটে সংস্থান ছিল না। এর ফলে কিছু যানবাহন বা কম্পিউটার ছোটখাটো ত্রুটির কারণে দীর্ঘ সময় অব্যবহৃত পড়ে ছিল।

৩. **প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক ওরিয়েন্টেশনের অভাব:** আইসিটি সরঞ্জাম প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের পর্যাপ্ত কারিগরি ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি।

৪. **বিলম্বিত ক্রয় প্রক্রিয়া:** পূর্ববর্তী কিছু প্রকল্পে পিপিআর (PPR) সংক্রান্ত আইনি জটিলতা বা দরপত্র আহ্বানে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বারবার বাড়াতে হয়েছিল।

৫. **খুচরা যন্ত্রাংশের দুষ্প্রাপ্যতা:** মাঠপর্যায়ে এমন কিছু ব্র্যান্ডের মালামাল সরবরাহ করা হয়েছিল যেগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ বা সার্ভিস সেন্টার উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে সহজলভ্য ছিল না

২০.০ আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রক্কলনের ভিত্তি ও তারিখঃ

ক্রমিক নং নং	প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ	বিবরণ	একক	একক দর (লক্ষ টাকা)	দরের ভিত্তি	উৎস	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
No data available							

২১.০ সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এর সাথে তুলনামূলক বিবরণঃ

ক্রমিক নং নং	প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ	বিবরণ	একক	একক দর (লক্ষ টাকা) (লক্ষ টাকা)			মন্তব্য
				প্রস্তাবিত প্রকল্প	সমজাতীয় চলমান প্রকল্প	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
No data available							

** সমজাতীয় চলমান প্রকল্পের নাম:*

সহকারী পরিচালক

প্রযোজ্য নয়

*** সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পের নাম:*

প্রযোজ্য নয়

২২.০ প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণঃ সংযোজনী ৫(ক) ও ৫(খ) দ্রষ্টব্য ।সংযোজনী ৫(ক) ও ৫(খ) দ্রষ্টব্য ।

২৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন-এর বর্ণনাঃ (পরিশিষ্ঠ আকারে প্রদান করা যেতে পারে)

২৪.০ বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): (সংযোজনী-৬) দ্রষ্টব্য ।
সংযোজনী ৬ দ্রষ্টব্য ।

২৫.০ প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফলঃ

২৫.১ অন্য কোন প্রকল্প কিংবা বিদ্যমান কোন স্থাপনা/ব্যবস্থা

১. আউট অব স্কুল চিলড্রেন (OOSC) কার্যক্রমের ওপর প্রভাব: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান এবং ভবিষ্যতে গ্রহণীয় সকল 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্পের সফলতার মূল ভিত্তি হলো নিবিড় তদারকি। বর্তমান প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯১টি উপজেলায় মোটরসাইকেল সরবরাহ করা হলে পিইডিপি-৪ (PEDP4) এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ বা সমজাতীয় শিখন কেন্দ্রগুলোর পরিদর্শন ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এর ফলে ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

২. বিদ্যমান উপজেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর প্রভাব: বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে ব্যুরোর নবগঠিত অফিসসমূহ অনেক ক্ষেত্রে লজিস্টিক সংকটের কারণে পূর্ণাঙ্গভাবে সচল হতে পারছে না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলে বিদ্যমান উপজেলা প্রশাসনের সামগ্রিক কার্যকারিতা বাড়বে। এটি উপজেলা পর্যায়ে সরকারের 'সমন্বিত সেবা প্রদান' (Integrated Service Delivery) ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

৩. ডি-নথি ও ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর প্রভাব: সরকারের বিদ্যমান 'ডি-নথি' ও 'ডিজিটাল রিপোর্টিং' ব্যবস্থার ওপর এই প্রকল্পের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত হওয়ার ফলে ব্যুরোর মাঠপর্যায়ে শতভাগ ই-নথি কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

৪. বিদ্যমান জনবল কাঠামোর ওপর প্রভাব: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধীনে নবনিযুক্ত বিপুল সংখ্যক কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের কার্যদক্ষতা বর্তমানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই প্রকল্পের ফলে বিদ্যমান জনবল তাদের জন্য বরাদ্দকৃত দাপ্তরিক দায়িত্ব আরও স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পালন করতে পারবে, যা ব্যুরোর সাংগঠনিক সক্ষমতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

৫. জাতীয় ডাটাবেজ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব: ব্যুরোর বিদ্যমান আইসিটি সেল কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের ওপর এই প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফল পড়বে। মাঠপর্যায় থেকে তাৎক্ষণিক (Real-time) তথ্য ইনপুট ও রিপোর্ট প্রেরণের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর হবে।

২৫.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি)

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ওপর প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

সহকারী পরিচালক

- **১. ভূমি (Land):** এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো বড় অবকাঠামো নির্মাণ বা খনন কাজ করা হবে না। সরবরাহকৃত সরঞ্জামসমূহ বিদ্যমান অফিস কক্ষেই স্থাপন করা হবে। ফলে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন বা ভূমি দূষণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

- **২. বাতাস (Air):** প্রকল্পের আওতায় ৪৯১টি মোটরসাইকেল ব্যবহার করা হবে। পরিবেশ দূষণ কমাতে প্রতিটি মোটরসাইকেল হবে **ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন** বিশিষ্ট এবং উচ্চ জ্বালানি সাশ্রয়ী (Fuel Efficient), যা কার্বন নিঃসরণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখবে। এছাড়া নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ধোঁয়া বা বায়ুদূষণ রোধ করা হবে।

- **৩. পানি (Water):** প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে পানির কোনো সরাসরি সংযোগ বা বর্জ্য নিঃসরণের সম্পর্ক নেই। ফলে জলাশয় বা ভূগর্ভস্থ পানির ওপর এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

- **৪. জীব-বৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ (Biodiversity & Ecosystem):** প্রকল্প এলাকাটি মূলত উপজেলা সদর দপ্তর কেন্দ্রিক হওয়ায় স্থানীয় জীব-বৈচিত্র্য বা বনের ওপর এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই। মোটরসাইকেলগুলো ব্যবহারের সময় শব্দদূষণ যাতে সহনীয় পর্যায়ে থাকে, সে লক্ষ্যে উন্নত মানের সাইলেন্সর ও হর্ন নিশ্চিত করা হবে।

- **৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management):** প্রকল্পের আইসিটি সরঞ্জামসমূহ (কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি) ব্যবহারের ফলে যে **ই-বর্জ্য (e-waste)** তৈরি হবে, প্রকল্প শেষে বা মেয়াদ শেষে সেগুলো যথাযথভাবে সরকারি নীতিমালা (e-waste management rules) অনুযায়ী নিষ্কাশন করা হবে। টোনার বা কালি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও রিফিলযোগ্য উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

- **৬. কাগজবিহীন অফিস (Paperless Office):** আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঠপর্যায়ে কাগুজে নথির ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং ডিজিটাল কমিউনিকেশন বাড়বে। এটি পরোক্ষভাবে বৃক্ষ নিধন রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

২৫.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন

প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং দুর্যোগকালীন জরুরি সাড়াদান (Emergency Response) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে:

- **১. দুর্যোগকালীন দ্রুত যোগাযোগ ও তদারকি:** বাংলাদেশের উপকূলীয় বা বন্যাপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগের পর শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মোটরসাইকেলসমূহ দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে কর্মকর্তাদের দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছাতে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করবে।

- **২. ডিজিটাল ডেটা নিরাপত্তা:** বর্তমান ম্যানুয়াল বা কাগুজে নথিপত্র বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রকল্পের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রতিবেদন ক্লাউড বা কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নথিপত্র নষ্ট হলেও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।

সহকারী পরিচালক

- **৩. দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার:** প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা থাকায় আবহাওয়া অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রেরিত জরুরি সতর্কবার্তা দ্রুত স্থানীয় শিখন কেন্দ্র ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

- **৪. জলবায়ু সহিষ্ণু সরঞ্জাম নির্বাচন:** লজিস্টিক সরঞ্জাম (বিশেষ করে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স) নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর্দ্রতা ও উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল মানদণ্ড (Technical Specifications) বিবেচনা করা হবে, যা বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘস্থায়ী হবে।

- **৫. টেকসই লজিস্টিক পরিকল্পনা:** দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অফিসগুলোতে মোটরসাইকেল ও আইসিটি সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য উঁচু স্থান বা দুর্যোগ সহিষ্ণু আলমারি ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হবে, যা জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমনে (Climate Adaptation) ভূমিকা রাখবে।

২৫.৪ জেন্ডার, মহিলা, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ওপর নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট প্রভাব পড়বে:

১. জেন্ডার ও নারী উন্নয়ন: কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী: ব্যুরোর উপজেলা কার্যালয়গুলোতে অনেক নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে তাদের জন্য একটি নিরাপদ, আধুনিক ও জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে।

- **নারী শিক্ষার্থী:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকা হলেন নারী। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তদারকি সক্ষমতা (মোটরসাইকেল ব্যবহারের মাধ্যমে) বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হবে।

২. শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন: প্রকল্পের মূল পরোক্ষ লক্ষ্য হলো ৮-১৪ বছর বয়সী ঝরে পড়া শিশুরা। উপজেলা কার্যালয়গুলো লজিস্টিক ও আইসিটি সক্ষমতা অর্জন করলে মাঠপর্যায়ে 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' শিক্ষা কার্যক্রমের মান নিবিড়ভাবে তদারকি করা সম্ভব হবে। এটি শিশুদের গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সহায়তা করবে।

৩. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (Persons with Disabilities):

- প্রকল্পের আওতায় আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল লার্নিং ম্যাটেরিয়াল বা সহায়ক সফটওয়্যারের ব্যবহার তদারকি করা সহজ হবে। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হলে এই জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ও তাদের উপযোগী শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৪. বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী:

- বাংলাদেশের দুর্গম, পাহাড়ি ও হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সাধারণত সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রকল্পের মোটরসাইকেল সুবিধা কর্মকর্তাদের এই দুর্গম এলাকায় পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এর ফলে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং চর অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষ সরাসরি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আসার সুযোগ পাবে।

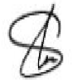

সহকারী পরিচালক

৫. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Social Inclusion):

- ডিজিটাল রিপোর্টিং ও আধুনিক মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ার ফলে সেবার স্বচ্ছতা বাড়বে। এর মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাদের প্রাপ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেবা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

২৫.৫ কর্মসংস্থান

এই প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের কর্মসংস্থান খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে:

১. বিদ্যমান জনবল কাঠামোর স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি (Direct Impact):

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ে নবনিযুক্ত **৭০৫ জন কর্মচারী** এবং নিয়োগপ্রক্রিয়াধীন কর্মকর্তাদের জন্য এই প্রকল্পটি একটি আধুনিক ও কার্যকর কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনীয় লজিস্টিক (মোটরসাইকেল, কম্পিউটার, আসবাবপত্র) সরবরাহের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান কেবল সুসংহতই হবে না, বরং তাদের দাপ্তরিক দক্ষতা ও আউটপুট বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

২. সরবরাহ ও সেবা খাতে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান:

- প্রকল্পের আওতায় ৩০ কোটি টাকার মালামাল (মোটরসাইকেল, আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র) ক্রয়ের প্রক্রিয়ায় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সংস্থা এবং টেকনিশিয়ানদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। মালামাল বিতরণ ও স্থাপনের কাজেও স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হবে।

৩. দীর্ঘমেয়াদী কারিগরি কর্মসংস্থান (Maintenance):

- সরবরাহকৃত ৪৯১টি মোটরসাইকেল এবং আইসিটি সরঞ্জামগুলোর দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিসিং এবং মেরামতের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ ও আইসিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের পরিধি বাড়বে। এটি পরোক্ষভাবে বেসরকারি খাতে দক্ষ মেকানিক ও টেকনিশিয়ানদের নিয়মিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪. পরোক্ষভাবে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি (Broad Impact):

- উপজেলা পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঠপর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Skill Training)** কার্যক্রমের তদারকি জোরালো হবে। এর ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীরা মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা লাভ করে নিজেরাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, যা জাতীয় বেকারত্ব হ্রাসে সহায়ক হবে।

২৫.৬ দারিদ্র পরিস্থিতি

সহকারী পরিচালক

এই প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু মূলত সমাজের অবহেলিত ও প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে কাজ করে, তাই উপজেলা পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নোক্ত প্রভাব ফেলবে:

১. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিতকরণ: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান উপকারভোগী হলো অতি দরিদ্র পরিবারের শিশু এবং নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্করা। প্রকল্পের আওতায় মোটরসাইকেল সরবরাহের ফলে কর্মকর্তারা প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারবেন। এতে নিশ্চিত হবে যে, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো প্রকৃত দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

২. কর্মমুখী শিক্ষার মানোন্নয়ন: উপজেলা কার্যালয়গুলোর আইসিটি ও লজিস্টিক সক্ষমতা বাড়লে মাঠপর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Skill Development Training) নিবিড়ভাবে তদারকি করা সম্ভব হবে। মানসম্মত প্রশিক্ষণ দরিদ্র তরুণ-তরুণীদের আয়ের পথ প্রশস্ত করবে, যা তাদের পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলতে সরাসরি সহায়তা করবে।

৩. ড্রপ-আউট বা ঝরে পড়া রোধ: দরিদ্র পরিবারের শিশুরা অর্থনৈতিক কারণে প্রায়ই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তদারকি জোরদার হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর উপবৃত্তি এবং অন্যান্য সহায়তা সঠিক সময়ে সঠিক হাতে পৌঁছাবে। এটি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের চক্র (Cycle of Poverty) ভাঙতে সাহায্য করবে।

৪. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও স্বচ্ছতা: আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এতে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ও উপকরণ প্রকৃত দরিদ্র মানুষের কল্যানে সঠিকভাবে ব্যয় হওয়া নিশ্চিত হবে।

২৫.৭ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এই প্রকল্পটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর (BNFE) বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালী করতে নিম্নোক্তভাবে ভূমিকা রাখবে:

১. বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি: সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রম এখন উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়কে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক (মোটরসাইকেল, কম্পিউটার, আসবাবপত্র) প্রদান করার ফলে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোটি প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী রূপ পাবে। এটি জেলা ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে উপজেলা পর্যায়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে।

২. ডিজিটাল রিপোর্টিং চেইন শক্তিশালীকরণ: প্রকল্পের আওতায় আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ করার ফলে ব্যুরোর সদর দপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন ডিজিটাল যোগাযোগ কাঠামো বা 'চেইন অফ কমান্ড' তৈরি হবে। এর মাধ্যমে দাপ্তরিক ফাইল আদান-প্রদান (ই-নথি), ডেটা এন্ট্রি এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।

৩. তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য যাতায়াত সুবিধা (মোটরসাইকেল) নিশ্চিত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের ওপর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামো মজবুত হবে। এটি মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পেশাদারিত্ব: আধুনিক অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ব্যবহারের ফলে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে। একটি সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত অফিস কাঠামো কর্মীদের মনোবল উন্নত করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

৫. টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (Institutional Memory): কম্পিউটারাইজড তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে ব্যুরোর সকল কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি বা তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, যা ভবিষ্যতে যেকোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

সহকারী পরিচালক

২৫.৮ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা

এই প্রকল্পটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর (BNFE) সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে একটি অনুঘটক (Catalyst) হিসেবে কাজ করবে। এর প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ:

১. সময় ও শ্রমের সাশ্রয় (Time & Labor Efficiency): বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও আইসিটি সরঞ্জাম না থাকায় অনেক দাপ্তরিক কাজ ম্যানুয়ালি করতে হয় অথবা বাইরের দোকানের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিটি কার্যালয়ে আইসিটি সরঞ্জাম নিশ্চিত হলে ডি-নথি ও ডিজিটাল রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে ফাইলের নিষ্পত্তি এবং তথ্য আদান-প্রদান কয়েক গুণ দ্রুত হবে। এতে জনবলের বিপুল শ্রমঘণ্টা সাশ্রয় হবে যা উৎপাদনশীলতা বাড়াবে।

২. মাঠ পর্যায়ের তদারকির পরিধি বৃদ্ধি (Expansion of Supervision): মোটরসাইকেল ব্যবহারের ফলে একজন উপজেলা কর্মকর্তা বর্তমানে যে পরিমাণ শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারেন, লজিস্টিক সাপোর্ট পাওয়ার পর তার সক্ষমতা **৩০% থেকে ৫০% বৃদ্ধি** পাবে। কম সময়ে বেশি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারার ফলে মাঠ পর্যায়ের জনবলের কর্মদক্ষতা বা উৎপাদনশীলতা সরাসরি বৃদ্ধি পাবে।

৩. তথ্যের নির্ভুলতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: ডিজিটাল ডাটাবেজ ব্যবহারের ফলে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ত্রুটি কমবে। নির্ভুল তথ্য যখন দ্রুত সময়ে প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছাবে, তখন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে। এই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতাকে গতিশীল করবে।

৪. সম্পদের কাম্য ব্যবহার (Optimum Utilization of Resources): ব্যুরোর আওতায় বর্তমানে বিপুল সংখ্যক জনবল (বিশেষ করে নবনিযুক্ত কর্মচারীগণ) নিয়োজিত আছে। পর্যাপ্ত সরঞ্জাম (আসবাবপত্র, কম্পিউটার) না থাকলে এই জনবলের কর্মক্ষমতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও উপকরণ নিশ্চিত করা হলে প্রতিটি কর্মীর উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে।

৫. সেবার গুণগত মানোন্নয়ন: উৎপাদনশীলতা কেবল সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং সেবার মানের ওপরও নির্ভর করে। আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তদারকি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নত হবে, যা চূড়ান্ত আউটপুট হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে অবদান রাখবে।

২৫.৯ আঞ্চলিক বৈষম্য

প্রকল্পটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান প্রশাসনিক ও শিক্ষা-সেবা সংক্রান্ত বৈষম্য নিরসনে নিম্নোক্তভাবে ভূমিকা রাখবে:

- **১. দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় সরকারি সেবার সমতা:** বাংলাদেশের হাওর, চরাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলের উপজেলাগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। মোটরসাইকেল সরবরাহের ফলে এই দুর্গম এলাকার কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে প্রান্তিক শিখন কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করতে পারবেন। এটি মূল ভূখণ্ডের তুলনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান বাড়িয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনবে।

- **২. ডিজিটাল ডিভাইড (Digital Divide) হ্রাস:** বর্তমানে অনেক উন্নত উপজেলার তুলনায় প্রত্যন্ত উপজেলার অফিসগুলোতে আইসিটি সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় (ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে) সমমানের কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সুফল সারা দেশে সুষমভাবে বণ্টিত হবে এবং প্রশাসনিক বৈষম্য দূর হবে।

- **৩. শিক্ষা ও সাক্ষরতার হারের ভারসাম্য:** বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ বা পার্বত্য জেলাগুলোর সাক্ষরতার হার অনেক ক্ষেত্রে

সহকারী পরিচালক

জাতীয় গড় হারের চেয়ে কম। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা কার্যালয়গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আরও জোরালো হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে সাক্ষরতার হারের আঞ্চলিক ব্যবধান কমিয়ে আনবে।

- **৪. সুষম সম্পদ বণ্টন:** প্রকল্পের আওতায় ৪৯১টি উপজেলার প্রতিটিই সমানভাবে লজিস্টিক সাপোর্ট (মোটরসাইকেল, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র) পাবে। এটি নিশ্চিত করে যে, বড় বা জেলা সদরের কাছের উপজেলার মতো প্রত্যন্ত উপজেলার কর্মীরাও একই ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাজ করতে পারবেন, যা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহার বৈষম্য দূর করবে।

২৫.১০ জনসংখ্যা

প্রকল্পটি দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর এবং জনতাত্ত্বিক সূচকসমূহের উন্নয়নে নিম্নোক্তভাবে প্রভাব ফেলবে:

১. জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) অর্জন: বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তরুণ। কিন্তু এই তরুণদের মধ্যে যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে, তারা অদক্ষ হিসেবে থেকে যাচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সক্ষমতা বাড়লে মাঠপর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আরও সুসংহত হবে। এটি অদক্ষ জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করবে।

২. জনসংখ্যা সচেতনতা বৃদ্ধি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কেবল সাক্ষরতা নয়, বরং পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতাও প্রদান করা হয়। উপজেলা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও তদারকি সুবিধা বাড়লে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এই সচেতনতামূলক বার্তাগুলো আরও কার্যকরভাবে পৌঁছানো সম্ভব হবে, যা পরোক্ষভাবে জনসংখ্যার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

৩. অভিবাসন ও জনসংখ্যা স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ: উপজেলা পর্যায়ে যখন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হবে, তখন স্থানীয় পর্যায়েই আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এটি গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যার অত্যধিক স্থানান্তর (Migration) কমাতে সাহায্য করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করবে।

৪. জনসংখ্যার সঠিক ডাটাবেজ সংরক্ষণ: আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলার নিরক্ষর ও সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যার একটি নির্ভুল ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা সম্ভব হবে। এটি সরকারের জনসংখ্যা বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

২৬.০ পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র:

২৬.১ পরিবেশের উপর প্রভাবভেদে প্রকল্পের শ্রেণী (Red/Orange/Yellow/Green):

সবুজ

যৌক্তিকতা: ১. **ক্ষতিকর নিঃসরণের অভাব:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো কম্পিউটার, আসবাবপত্র এবং মোটরসাইকেল সংগ্রহ। এখানে এমন কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া নেই যা থেকে বিষাক্ত বর্জ্য বা ভারী ধোঁয়া নির্গত হয়।

২. **হালকা যানবাহন:** মোটরসাইকেলগুলো ফোর-স্ট্রোক বিশিষ্ট এবং পরিবেশবান্ধব হওয়ার কারণে এগুলো থেকে কার্বন নিঃসরণ অত্যন্ত নগণ্য, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে না।

৩. **অবকাঠামো:** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নতুন কোনো জমি অধিগ্রহণ বা স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজন নেই; বরং বিদ্যমান উপজেলা অফিসগুলোতেই সরঞ্জামগুলো স্থাপন করা হবে।

সহকারী পরিচালক

৪. **ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রীগুলো সরকারি 'ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে, যা পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করবে না।

২৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

না

(গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংযুক্ত করতে হবে, গ্রহণ করা না হলে কারণ উল্লেখ করতে হবে)

ছাড়পত্র গ্রহণ না করার কারণ: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (Environmental Conservation Rules) অনুযায়ী, এই প্রকল্পটি **'সবুজ' (Green)** শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হলো উপজেলা কার্যালয়সমূহের জন্য অফিস সরঞ্জাম (কম্পিউটার, আসবাবপত্র) এবং হালকা যানবাহন (মোটরসাইকেল) সংগ্রহ করা। যেহেতু এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো ধরণের স্থাপনা নির্মাণ, কল-কারখানা স্থাপন বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো বর্জ্য উৎপাদিত হবে না, তাই পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) থেকে আনুষ্ঠানিক পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই।

তবে প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে ই-বর্জ্য (e-waste) নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।

২৭.০ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage):

এসডিজিস

ক্রমিক নং	লক্ষ্য	টার্গেট	নির্দেশক	বিবরণ
১	SDG 4 : Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all	4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy	4.6.1 Proportion of population in a given age group achieving at least a fixed level of proficiency in functional (a) literacy and (b) numeracy skills, by sex	

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

জাতীয় অগ্রাধিকার ও নির্দেশক

ক্রমিক নং	জাতীয় পরিকল্পনা	জাতীয় অগ্রাধিকার	নির্দেশক	বিবরন
১	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	শিক্ষা গুণগত শিক্ষা (এসডিজি-৪)	শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষনের সাথে যুক্ত নেই এমন (১৫-২৪ বছর) তরুনদের অনুপাত,	

জাতীয় পরিকল্পনার সেক্টোরাল স্ট্রাটেজিস

ক্রমিক নং	জাতীয় পরিকল্পনা	সেক্টর	সাব সেক্টর	বিবরন
১	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	

সহকারী পরিচালক

অতিরিক্ত তথ্য

২৮.১ প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণঃ

১. মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশনের সাথে সামঞ্জস্য: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভিশন হলো **"সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা"**। এই ভিশন অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি উপজেলা পর্যায়ে লজিস্টিক ও আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের মিশন—অর্থাৎ **"উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন"**—অর্জনে সরাসরি সহায়ক হবে। উপজেলা অফিসসমূহ কার্যকর হলে মাঠপর্যায়ে সেবার মান বাড়বে, যা চূড়ান্তভাবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করবে।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থার (BNFE) কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান লক্ষ্য হলো ঝরে পড়া শিশু এবং নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষরতা ও জীবনমুখী দক্ষতা প্রদান।

- **তদারকি সক্ষমতা:** মিশন অর্জনের জন্য শক্তিশালী পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। মোটরসাইকেল সরবরাহের ফলে উপজেলা কর্মকর্তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিখন কেন্দ্রগুলো নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করতে পারবেন, যা ব্যুরোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গতি আনবে।

- **ডিজিটাল রূপান্তর:** ব্যুরোর আধুনিকায়ন এবং 'স্মার্ট ব্যুরো' হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ একটি মাইলফলক। এটি সংস্থার দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগের অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে প্রকল্পটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত **'এলোকেশন অব বিজনেস'**-এর সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা (Non-Formal Education & Literacy): মন্ত্রণালয়ের 'এলোকেশন অব বিজনেস' অনুযায়ী, দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং ঝরে পড়া শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা কার্যালয়গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যাতে তারা মাঠপর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও তদারকি করতে পারে।

২. মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development): মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিতে মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পটি উপজেলা পর্যায়ে লজিস্টিক সহায়তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ করবে, যা সরাসরি মন্ত্রণালয়ের এই অর্পিত দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation): উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE) এবং এর মাঠ প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম বিধিবদ্ধ কাজ। ৪৯১টি উপজেলায় মোটরসাইকেল এবং আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ করার মূল উদ্দেশ্যই হলো এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা।

৪. ডিজিটাল প্রশাসন ও আধুনিকায়ন (Modernization of Administration): সরকারের 'এলোকেশন অব বিজনেস'-এর আওতায় মন্ত্রণালয়কে তার নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের আধুনিকায়ন এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হয়।

সহকারী পরিচালক

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা অফিসসমূহকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের (ডি-নথি, অনলাইন রিপোর্টিং) সাথে যুক্ত করা মন্ত্রণালয়ের এই দাপ্তরিক সংস্কার বা আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ারই অংশ।

২৯.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণঃ

না

৩০.০ প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও পুনর্বাসনের (Rehabilitation/Resettlement) সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা? থাকলে পরিমান ও ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণঃ

না

৩১.০ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়ঃ

প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সেগুলো নিরসনের প্রস্তাবিত উপায় নিচে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

আর্থিক ও ক্রয় সংক্রান্ত ঝুঁকি (Financial & Procurement Risks)

- **১. ঝুঁকি:** পিপিআর-২০২৫ অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্ব বা ই-জিপি (e-GP) সিস্টেমে কারিগরি জটিলতা।
    - **প্রশমন:** একটি সুনির্দিষ্ট 'ক্রয় পরিকল্পনা' (Procurement Plan) অনুসরণ করা হবে এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হবে যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
- **২. ঝুঁকি:** বাজারে ডলারের দাম বা বৈশ্বিক সংকটের কারণে মোটরসাইকেল ও আইসিটি সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।
    - **প্রশমন:** বাজেটে প্রয়োজনীয় কন্টিনজেন্সি (Contingency) বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং বর্তমান বাজার দর যাচাই করে যৌক্তিক প্রাক্কলন (Estimate) তৈরি করা হয়েছে।

কারিগরি ও গুণগত ঝুঁকি (Technical & Quality Risks)

- **১. ঝুঁকি:** সরবরাহকৃত মোটরসাইকেল বা কম্পিউটার নিম্নমানের হওয়া অথবা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হওয়া।
    - **প্রশমন:** মালামাল গ্রহণের সময় একটি শক্তিশালী 'পণ্য গ্রহণ কমিটি' (POC) দ্বারা কঠোরভাবে মান যাচাই করা হবে। এছাড়া চুক্তিতে ওয়ারেন্টি এবং বিক্রয়োত্তর সেবার শর্ত কঠোরভাবে যুক্ত করা হবে।
- **২. ঝুঁকি:** আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতার অভাব।
    - **প্রশমন:** সরঞ্জাম সরবরাহের পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য 'হ্যান্ডস-অন' ওরিয়েন্টেশন বা স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

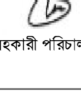

সহকারী পরিচালক

ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঝুঁকি (Operational & Maintenance Risks)

- **১. ঝুঁকি:** সরবরাহকৃত মোটরসাইকেল বা কম্পিউটারের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বা জ্বালানি বরাদ্দের স্বল্পতা।
    - **প্রশমন:** প্রকল্প চলাকালীন রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রকল্প থেকে মেটানো হবে এবং প্রকল্প শেষে এই খরচগুলো রাজস্ব বাজেটে (Revenue Budget) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এখনই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- **২. ঝুঁকি:** যন্ত্রাংশের দুষ্প্রাপ্যতা বা স্থানীয় পর্যায়ে সার্ভিস সেন্টার না থাকা।
    - **প্রশমন:** দরপত্রে এমনভাবে শর্ত দেওয়া হবে যেন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দেশব্যাপী (বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে) পর্যাপ্ত সার্ভিস সেন্টার এবং খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা নিশ্চিত থাকে।

প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকি (Natural & Political Risks)

- **১. ঝুঁকি:** বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মালামাল বিতরণে বিলম্ব বা ক্ষতি।
    - **প্রশমন:** দুর্যোগকালীন সময়ে মালামাল পরিবহনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে এবং সরঞ্জামগুলো উপজেলা অফিসে নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৩২.০ কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনাঃ

৩২.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরনের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৪৯১টি উপজেলা কার্যালয়ের যে সক্ষমতা তৈরি হবে, তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখার জন্য নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা হবে:

১. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (Benefits Created):

- **মাঠ পর্যায়ের সক্ষমতা:** ৪৯১টি উপজেলায় মোটরসাইকেল ও আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহের ফলে ব্যুরোর একটি শক্তিশালী তদারকি কাঠামো তৈরি হবে।
- **ডিজিটাল রিপোর্টিং:** প্রতিটি কার্যালয় ডি-নথি ও অনলাইন ডাটাবেজের সাথে যুক্ত হবে, যা তথ্য ব্যবস্থাপনায় গতি আনবে।
- **সেবার মানোন্নয়ন:** নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের মান ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

সহকারী পরিচালক

২. ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (Sustainability Measures):

- **রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর:** প্রকল্প চলাকালীন সরঞ্জামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রকল্প থেকে মেটানো হলেও, প্রকল্প সমাপ্তির আগেই এসব খরচ (জ্বালানি, মেরামত, ইন্টারনেট বিল) রাজস্ব বাজেটে (Revenue Budget) অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- **নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (AMC):** সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে ২-৩ বছরের ওয়ারেন্টি এবং বিক্রয়োত্তর সেবার শর্ত যুক্ত করা হবে, যাতে প্রাথমিক বছরগুলোতে সরঞ্জামগুলো সচল থাকে।

- **দক্ষতা উন্নয়ন:** কর্মকর্তাদের আইসিটি বিষয়ে যে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হবে, তা দীর্ঘমেয়াদে দাপ্তরিক উৎপাদনশীলতা বজায় রাখবে।

৩. এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan):

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বেই একটি সুনির্দিষ্ট 'হস্তান্তর প্রক্রিয়া' বা এক্সিট প্ল্যান কার্যকর করা হবে:

- **সম্পদ ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সকল মালামাল (মোটরসাইকেল, কম্পিউটার, আসবাবপত্র) একটি পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরি বা মালামাল তালিকার মাধ্যমে সরাসরি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর স্থায়ী সম্পদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে।

- **জনবল সমন্বয়:** প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রশাসনিক কাজগুলো ব্যুরোর স্থায়ী জনবল (যেমন: উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং অফিস সহকারী) দ্বারা পরিচালিত হবে, ফলে প্রকল্প শেষে নতুন জনবলের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

- **রক্ষণাবেক্ষণ ফান্ড:** প্রকল্প সমাপ্তির পর যাতে কোনো সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে পড়ে না থাকে, সে লক্ষ্যে পরিচালন বাজেটে প্রয়োজনীয় 'মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ' কোডে (যেমন: ৪১১২১০১, ৪১১২৩০১ ইত্যাদি) নিয়মিত বরাদ্দ রাখা নিশ্চিত করা হবে।

৩২.২ অন্যান্য

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে:

- **১. স্মার্ট বাংলাদেশ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:** প্রকল্পটি সরাসরি 'স্মার্ট গভর্নমেন্ট' এবং 'স্মার্ট সিটিজেন' গড়ার লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত। মাঠপর্যায়ে **ডি-নথি** ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি ব্যুরোর কার্যক্রমে শতভাগ ডিজিটালাইজেশন ত্বরান্বিত করবে।

- **২. উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ:** উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের আধুনিক লজিস্টিক ও আইসিটি সরঞ্জাম প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাজের নতুন নতুন পদ্ধতি ও উদ্ভাবনী ধারণা (যেমন: অনলাইন ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে

সহকারী পরিচালক

মনিটরিং) প্রয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

- **৩. সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:** মোটরসাইকেল সুবিধা থাকার ফলে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনের সংখ্যা বাড়বে এবং আইসিটি সরঞ্জামের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ডাটা এন্ট্রি নিশ্চিত হবে। এতে মাঠপর্যায়ের শিখন কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

- **৪. কর্মকর্তাদের মনোবল উন্নয়ন:** উপযুক্ত কর্মপরিবেশ (আসবাবপত্র) এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করা হলে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা এবং প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা (Sense of Ownership) বৃদ্ধি পাবে।

- **৫. আন্তঃদপ্তর সমন্বয়:** উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ এবং যৌথ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে মোটরসাইকেল সুবিধাটি ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করবে, যা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করবে।

৩৩.০ অন্যান্য (যদি থাকে):

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে:

- **পিপিআর-২০২৫ (PPR-2025) এর যথাযথ অনুসরণ:** প্রকল্পের আওতায় সকল মালামাল (মোটরসাইকেল, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র) ক্রয়ের ক্ষেত্রে **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০২৫** এবং **ই-জিপি (e-GP)** গাইডলাইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) ব্যবহার করা হবে।

- **কারিগরি কমিটি ও মান যাচাই:** সরবরাহকৃত মালামালের কারিগরি মান (Technical Specification) যাচাইয়ের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের **কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটি** কাজ করবে। বিশেষ করে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সক্ষমতা এবং কম্পিউটারের প্রসেসর/কনফিগারেশন যেন বর্তমান বাজারের সর্বাধুনিক মানের হয়, তা নিশ্চিত করা হবে।

- **কেন্দ্রীয় ক্রয় ও স্থানীয় বণ্টন:** লজিস্টিক সরঞ্জামসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করা হবে যাতে একক প্রতি মূল্য (Unit Cost) সাশ্রয়ী হয় এবং গুণগত মানের সমতা বজায় থাকে। তবে বিতরণের ক্ষেত্রে সরাসরি মাঠপর্যায়ে (উপজেলা পর্যায়ে) পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক খরচ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- **বীমা ও নিরাপত্তা:** সরবরাহকৃত মোটরসাইকেলসমূহের জন্য প্রথম বছরে যথাযথ বীমা (Insurance) এবং রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করা হবে, যাতে সরকারি সম্পদের আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।

- **রাজস্ব বাজেটে প্রতিফলন:** প্রকল্প শেষে এই লজিস্টিক সরঞ্জামগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য আগামী অর্থবছরের **MTBF (Medium Term Budget**

সহকারী পরিচালক

Framework)-এ প্রয়োজনীয় চাহিদা প্রতিফলিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)

১.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা প্রধান	সভাপতি
২.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	বাস্তবায়নকারি সংস্থার পরিকল্পনা ইউনিট/উইংয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
১১.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থার পরিকল্পনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) কার্যপরিধি

- প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) বিস্তারিত পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ থাকলে তা উত্তরণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
- নিয়মিতভাবে ৩ (তিন) মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে কোন বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সম্পৃক্ততা প্রয়োজন হলে পিআইসি'র সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব	সভাপতি
২.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা প্রধান	সদস্য
৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের প্রধান	সদস্য
৪.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	বাস্তবায়নকারি সংস্থার পরিকল্পনা শাখার প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য

সহকারী পরিচালক

১৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) কার্যপরিধি

- প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা/চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- ৩(তিন) মাসে অন্যূন একবার প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা অনুষ্ঠিত হবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে কোন বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সম্পৃক্ততা প্রয়োজন হলে পিএসসি'র সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

দেবব্রত চক্রবর্তী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব এর স্বাক্ষর

সহকারী পরিচালক